শিখের বলিদান।

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি, এ,
প্রণীত।

সংস্করণ ঃ

[illegible] সাল।

মূল্য ।৵ আনা।

সাম্য-প্রেস্,
৬নং কলেজ-স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

।

উৎসর্গ

ভাই সুকুমার,

শিখেরা প্রাণ দিতেন,

—— তবু ——

ঈশ্বরকে ত্যাগ করিতেন না।

তোমার সুকোমল প্রাণ

তাঁহাদেরই মত

ঈশ্বরকে ভালবাসুক।

তোমার

দিদি।

নিবেদন।

শিখের বলিদানের ৬ষ্ঠ সংস্করণ চিত্রে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইল। বাংলা দেশের বালক বালিকাদের ইহা আনন্দ দান করিলে সুখী হইব।

লেখিকা।

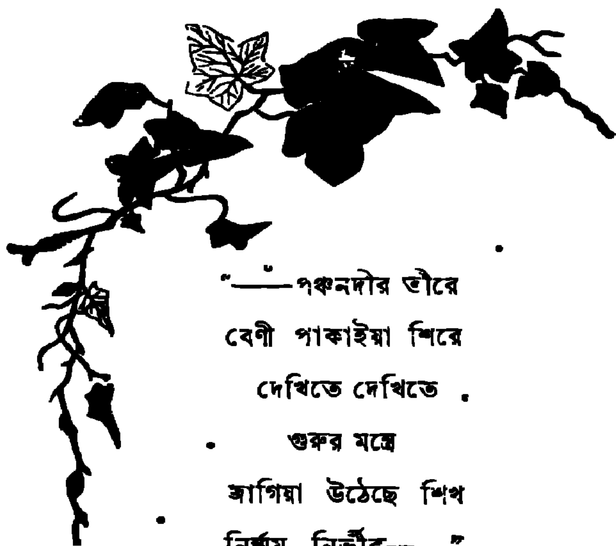
সমাধি

ছোট গল্পের বই।

গল্পগুলি অশ্রু ও বিষাদ মাখান। পড়িতে পড়িতে চক্ষের জল না ফেলিয়া থাকা যায় না। নায়ক নায়িকার দুঃখে পাঠকের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সুন্দর ছাপা ও বাঁধান। সোণার জলে নাম লেখা। মূল্য এক টাকা মাত্র। ৬নং কলেজ-স্কোয়ার কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

সূচীপত্র।

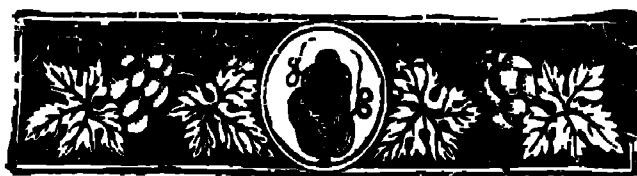
—:*:—



"——পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে
গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ
নির্মম নির্ভীক——"



গুরু নানক



শিখের বলিদান।

শিখ জাতি

"——নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন ঊষার সূর্য্যের পানে
চাহিল নির্নিমিখ।"—

ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশে পঞ্চনদ-বিধৌত যে বিশাল প্রদেশ, তাহার নাম পাঞ্জাব। এই পাঞ্জাব প্রদেশে তেজোদৃপ্ত শিখজাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। মোগলদিগের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে লাহোরের নিকটে নানক

জন্মগ্রহণ করেন। মহাপুরুষ নানকের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে পাঞ্জাব প্রদেশে ঋষিদিগের প্রচারিত বিশুদ্ধ, নির্ম্মল একেশ্বরবাদ, নানা প্রকার কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকতার অসার জালে জড়িত হইয়া অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ধর্ম্মের অধোগতির সহিত পাঞ্জাবের হিন্দু-জাতিও অপরিসীম হীনাবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। মহাপুরুষ নানক বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া পাঞ্জাবের অধিবাসীবর্গকে এই হীনাবস্থা এবং কুসংস্কার-জাল হইতে উদ্ধার করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন।

নানক শিখধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এক পর-ব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করেন। তিনি দেশপ্রচলিত কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম জাতিভেদ মানিত না। তাঁহার মৃত্যুর পর যে সকল মহাত্মা এই ধর্ম্ম রক্ষার জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অটল ধর্ম্মবিশ্বাস, অতুলনীয় আত্মোৎসর্গ, সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। তাঁহাদের মহৎ দৃষ্টান্ত ও চরিত্রের প্রভাবে যে জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহার শৌর্য্য, বীর্য্য ও ধর্ম্মবিশ্বাসে এক সময়ে প্রবল প্রতাপশালী দিল্লীশ্বরের সিংহাসন পর্য্যন্ত কাঁপিয়াছিল। তাঁহারা যে "অলখ নিরঞ্জনের" পূজা

করিতেন, তিনিই তাঁহার ধর্ম্মরক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে ভববন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি দিয়াছিলেন।

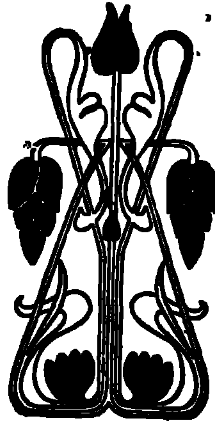
নানকের মৃত্যুর পর যে সকল মহাত্মার উপর শিখধর্ম্ম রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে "গুরু" নামে অভিহিত করা হইত। নানক মৃত্যু-কালে অঙ্গদ নামক তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া যান। অঙ্গদের মৃত্যুর পর অমর দাস এবং রামদাস গুরুপদ লাভ করেন। তৎপরে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে রামদাসের পুত্র অর্জ্জুন, নানকের উপদেশসমূহ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদ্দারা শিখ-সমাজের আমূল সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন। তিনি নানকের এবং অন্যান্য মহাত্মাদিগের অমূল্য উপদেশসমূহ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এই অতুলনীয় পুস্তক শিখদিগের "আদিগ্রন্থ" নামে সুপরিচিত। যাহাতে দেশের মধ্যে নির্ম্মল, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সুদৃঢ় হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দ ১১ বৎসরের বালক ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে তাঁহার পিতৃ-অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। কিন্তু অর্জ্জুনের বিশ্বাসী শিষ্যগণ কর্ত্তৃক তিনি গুরুপদে

অধিষ্ঠিত হন। হরগোবিন্দ শিখজাতিকে এক সামরিক জাতিতে পরিণত করিবার সূত্রপাত করেন। হর-গোবিন্দের শৌর্য্যপূর্ণ চরিত্র প্রভাব শিখদিগের মধ্যে নবজীবন আনয়ন করিয়াছিল। এই সময় শিখগণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে তাঁহারা এক স্বতন্ত্র ক্ষমতাশালী রাজ্য গঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গুরু হরগোবিন্দের পর তাঁহার পৌত্র হররায় গুরুপদে অভিষিক্ত হন, তৎপরে হররায়ের পুত্র হরকিষেণ গুরু হন, কিন্তু তিনি আট বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র গুরু তেগ্ বাহাদুর ১৬২২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অমৃতসরে তাঁহার বাসস্থান ছিল। ৫২ বৎসর বয়সে তিনি গুরুপদে অভিষিক্ত হন। এই সময় দিল্লীর সম্রাটের প্রসাদলাভাকাঙ্ক্ষী বহু ব্যক্তি গুরুপদ লাভ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। শিখগণ তেগ্ বাহাদুরের ধর্ম্ম ও চরিত্র প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই এই পদ প্রদান করেন।

মোগল নরপতিগণ কর্ত্তৃক অনবরত ও অমানুষিক-রূপে অত্যাচারিত হইয়াও শিখগণ অলোকসামান্য দৃঢ়তার সহিত স্বধর্ম্ম এবং স্বজাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

শিখের বলিদান

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের প্রারম্ভেই শিখগণ পাঞ্জাব প্রদেশে এক ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রীয়শক্তিরূপে দণ্ডায়মান হন। শিখ-রাজ্যের স্থাপয়িতা রণজিৎ সিংহ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অধীনে শিখগণ যুদ্ধ-বিদ্যা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এই শিখদিগকে লইয়া এমন এক সুশৃঙ্খলাপূর্ণ ফৌজ গঠন করিয়াছিলেন যে, যাহাদিগের বিশ্বস্ততা এবং ধর্ম্মের একাগ্রতা, পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র অলিভার ক্রমওয়েলের সৈন্যদিগের সহিতই তুলনীয় হইতে পারে।





তেগ্ বাহাদুর।

"——বীরগণ জননীরে
রক্ত তিলক ললাটে পরাল,
পঞ্চ নদীর তীরে।——"

——"পীড়িত যবে
ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাই
সব চেয়ে প্রিয় নিজের যাহা
বলি দিতে হয় তাই——"

তেগ্ বাহাদুর ৫২ বৎসর বয়সে শিখগণ কর্ত্তৃক গুরুপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার গুরুপদ লাভের সময় আওরঙ্গজেব স্বীয় পিতা সাজাহানকে সিংহাসনচ্যুত এবং তিন ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। আওরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি হিন্দু প্রজার উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার রাজত্বের সময় বহু



গুরু তেগ্ বাহাদুর।

হিন্দু দেবমন্দিরের কাষ্ঠ প্রস্তরাদি লইয়া মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, হিন্দু কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস হইয়াছিল,

শিখের বলিদান

হিন্দুদিগের কার্য্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত গুপ্তচর নিযুক্ত হইয়াছিল এবং হিন্দুদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে আনিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল।

দেশের এইরূপ ঘোর দুরবস্থার দিনে শিখধর্ম্ম বহু বিঘ্নবাধা সত্ত্বেও নির্ভয়ে প্রসার লাভ করিতেছিল। তেগ্ বাহাদুর গুরুপদ লাভ করিয়া ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তর-ভাগ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রত্যেক স্থানে মোগল রাজপুরুষদিগের অত্যাচার দর্শন করিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধচিত্তে অমৃতসরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে অমৃতসর হইতে চলিয়া আসিয়া শতদ্রু নদীর তীরে আনন্দপুর নামক গ্রামে বাস করেন।

একদিন আনন্দপুর গ্রামে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী একত্র হইলে কয়েকটী শিষ্য দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দুদিগের দুঃখ ও দুর্দ্দশা কাহিনী তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। গুরু তেগ্ বাহাদুর ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বলিদানের সময় উপস্থিত হইয়াছে, বলিদান না করিলে এ অত্যাচারের নিবারণ হইবে না।

তিনি শিষ্যমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভক্তগণ! ঈশ্বরের পূজকদিগকে এই পৃথিবীতে অনেক

ক্লেশ, বহু যাতনা সহ্য করিতে হয়। দেশে পাপ ও অত্যাচার বৃদ্ধি পাইলে কোন প্রিয় বস্তু বলিদান করিয়া তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে দেশের কি ঘোর দুরবস্থা তাহা তোমরা দেখিতেছ, এমন দিনে তোমরা কোন্ প্রিয়তম বস্তু উৎসর্গ করিয়া তাহার উপশম করিবে ?"

তাঁহার সপ্তম বর্ষীয় পুত্র গোবিন্দসিংহ মনোযোগের সহিত পিতার বাক্য শ্রবণ করিতেছিলেন। এই কোমল কৈশোরকালে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল এবং তাঁহার চরিত্রে আত্মোৎসর্গের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

তেগ্ বাহাদুর নীরব হইলে, তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "পিতা, শিখগণ আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করে।"

পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্যমণ্ডলী ও তেগ্ বাহাদুর স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, পুত্রের উত্তর ঠিক তাঁহার সঙ্কল্পের অনুরূপ হইয়াছে। সমুদয় শিষ্যমণ্ডলী বুঝিলেন যে, গোবিন্দের বাক্যে কি গূঢ়ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে।

কিয়ৎকাল পরে তেগ্ বাহাদুর বলিলেন, "শিষ্যগণ, যাও, সম্রাট এবং তাঁহার অনুচরবর্গের নিকট শিখধর্ম্মের

শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন কর। তাঁহাদিগকে বল যে, গুরুদিগকে তাঁহারা কখনও মুসলমান করিতে সক্ষম হইবেন না।”

তেগ্ বাহাদুরের এই বাক্য সম্রাট আওরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হওযাতে তিনি তাঁহাকে তাঁহাব সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। আওরঙ্গজেব, তেগ্ বাহাদুরকে অতি সাদবে গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তেগ্ বাহাদুর অটল রহিলেন।

অবশেষে সম্রাট তাঁহাকে বলিলেন, “হয় কোন অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন কর—না হয় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হও; নতুবা তোমার শিরশ্ছেদন হইবে।”

তেগ্ বাহাদুর অবিচলিতভাবে এই দুই বিষয়েই অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কয়েক দিন তিনি কারাগৃহে আবদ্ধ ছিলেন, সে কযেক দিনই ধর্ম্মোপদেশ দান, প্রার্থনা এবং ঈশ্বরচিন্তায় যাপন করেন। বন্দী অবস্থায় তিনি বহু হৃদয়গ্রাহী উপদেশ বচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তিনটী এস্থলে দেওয়া হইল।



মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঘাতক আসিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিল। ১২ পৃঃ

শিখের বলিদান

"ঈশ্বর আমার একমাত্র সহায় ও আশ্রয়, আমার মন তাঁহাতেই নিবদ্ধ থাকা কর্ত্তব্য।"

"মানবমন স্বভাবতঃই পাপের দিকে যাইতে চায়, মহাত্মাদিগের উপদেশ দ্বারা এই মনকে সেই পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।"

"গুরু তেগ্ বাহাদুর বলেন, বিশ্বাস ত্যাগ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

তিনি মৃত্যুভয়ে কিছুমাত্র ভীত হন নাই বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই। মৃত্যুব প্রাক্কালে তিনি প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঘাতক আসিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিল।

এইরূপে ভারতবর্ষের মধ্যযুগে, একজন ধর্ম্মবীরের মৃত্যু হইল। তেগ্ বাহাদুব ধর্ম্মের জন্য আত্ম-বলিদান করিয়া জগতে ধর্ম্মের মহিমা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল, তাঁহার গলদেশে একখণ্ড কাগজে লেখা আছে, "শির দিয়া, শির্ব নে দিয়া!" "মাথা দিলাম, কিন্তু বিশ্বাস ত্যাগ করিলাম না।"

দিল্লী নগরের যে স্থানে তেগ্ বাহাদুরকে হত্যা করা হয়, সে স্থান সীসগঞ্জ নামে বিখ্যাত। তেগ্ বাহাদুরের

সহিত মতিরাম নামক একজন শিখকেও হত্যা কবা হইয়াছিল।

তেগ্ বাহাদুরেব মৃত্যুব পব তাঁহার পুত্র গোবিন্দ সিংহ গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তখন নয় বৎসরেব বালক। এই তরুণ বয়সে তিনি ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বেব অধিকারী হইযাছিলেন। ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইলে যে বিপদ এবং ক্লেশ ভোগ কবিতে হয়, তিনি তাহা অবগত ছিলেন।

তেগ্ বাহাদুরের শিরশ্ছেদনের সংবাদ সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট পৌঁছিলে তাঁহার দেহের কি কবা হইবে, তাহা জানিবার জন্য লোক পাঠান হইল। আওরঙ্গজেব তেগ্ বাহাদুরের দেহ সৎকার কবিতে অনুমতি না দিয়া এই আদেশ দিলেন যে, তাঁহাব দেহ যেন ক্রমে ক্রমে গলিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

গোবিন্দ সিংহ এই আদেশ শ্রবণ করিয়া পিতৃদেহ আনিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন্। পিতার দেহের প্রতি এই নৃশংস আদেশে তিনি আত্মহারা হইয়াছিলেন। কিরূপে পিতার দেহ উদ্ধার কবিবেন, এই চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাঁহার কেবল কযেকজন অতি দরিদ্র ও অশিক্ষিত

অনুচর ছিল, তাহারা এই অসমসাহসিক কার্য্য করিতে সাহসী হইল না। কে সেই দুর্গম স্থান হইতে দেহ উদ্ধার করিতে পারিবে?

দিল্লীর পথে এক জন অতি নিম্নশ্রেণীর শিখ তাঁহার পুত্রসহ গুরুগোবিন্দের সঙ্গী হন। তাঁহারা গুরু গোবিন্দ সিংহের নিকট তেগ্ বাহাদুরের দেহ উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন।

তাঁহারা বলিলেন, "মহাশয়, আমরা অতি হীন। এই কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইলেও আমাদিগকে এই মহাকার্য্য করিতে দিয়া ধন্য করুন।"

গোবিন্দ সিংহ অনুমতি প্রদান করিলে, পিতা ও পুত্র এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পর কোন শকটচালকের সহিত তাঁহাদের দেখা হয়। এই শকটচালকের পরামর্শ ও সাহায্যে তাঁহারা নিশীথে প্রহরীবেষ্টিত গৃহ হইতে তেগ্ বাহাদুরের দেহ উদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

যখন তাঁহারা গুরুর দেহ গৃহ হইতে বাহির করিতে-ছিলেন, তখন পুত্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "পিতা, যখন প্রহরিগণ নিদ্রা হইতে উঠিয়া আসিয়া এই গৃহ শূন্য

দেখিবে, তখন তাহারা নিশ্চয়ই সম্রাটকে এই সংবাদ দিবে এবং আমাদের ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে চর প্রেরিত হইবে। অতএব আমাকে হত্যা করিয়া এই স্থানে রাখিয়া যান, তাহা হইলে আপনি নিরাপদে এই দেহ লইয়া স্বস্থানে যাইতে পারিবেন।”

পিতা অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন, “না বৎস, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমাকেই তুমি হত্যা করিয়া রাখিয়া যাও। তোমার নবীন বয়স, তুমি কার্য্যক্ষম পুরুষ, এরূপ সময়ে তোমার জীবন নষ্ট করিও না। তুমি বাঁচিলে দেশের উপকার হইবে এবং তুমিও সৎকার্য্য করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবে! আর তুমি সবলকায়, তুমিই গুরুর দেহ নিরাপদে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বহন করিয়া লইযা যাইতে পারিবে। আমার দ্বারা একার্য্য ভালরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি আমাকে হত্যা কর।” এই বলিয়া পুত্রের হস্তে একখানি তরবারী প্রদান করিলেন।

কিন্তু পুত্র কিরূপে পিতার প্রাণনাশ করিবেন? তিনি নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অবশেষে পিতা পুত্রের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া স্বহস্তে আপনার প্রাণ বিনাশ করিলেন।

শিখের বলিদান

মৃত্যুকালে তিনি নিম্নলিখিতরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "যাঁহারা ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে পারেন, তাঁহাদের সকল দুঃখের অবসান হয়, তাঁহারা সমুদয় ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন। তাঁহাদের মুখ ধর্ম্মজ্যোতিতে প্রতিভাত হয়, এবং তাঁহারা উদ্ধার পান।"

পুত্র পিতার দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া তেগ্ বাহাদুরের দেহ লইয়া নিরাপদে স্বস্থানে গমন করিলেন।





ফতেসিংহ ও জরওয়ারসিংহ।

"——জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনা হীন।"

গুরুগোবিন্দসিংহের যত্ন ও চেষ্টায় শিখগণ এক প্রবল পরাক্রমশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছিল—শিখধর্ম্ম ভারতে এক অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গোবিন্দসিংহ তাঁহার চরিত্রের তেজে ও মহদ্দৃষ্টান্তে, শিখদিগের মধ্যে ধর্ম্মের বীজ অতি সুদৃঢ়রূপে বপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি সত্য-ধর্ম্মের জন্য মান-মর্য্যাদা, ধন-সম্পদ সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দ সিংহের আন্তরিক যত্নের ফলে বহুলোক শিখধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। সম্রাট এবং অন্যান্য মোগল কর্ম্মচারিগণ এই অবস্থা দেখিয়া

স্থির করিলেন যে, গোবিন্দসিংহকে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে।



গুরুগোবিন্দসিংহ

১৭৬০ সংবতে হঠাৎ একদিন এক দল মোগল সৈন্য আসিয়া গোবিন্দসিংহের বাসস্থান আনন্দপুর গ্রাম

বেষ্টন করিয়া ফেলিল। এই আকস্মিক বিপদপাতে সাহসী শিখগণও বিহ্বল হইয়া পড়িল। গোবিন্দসিংহ শিখদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হইলেন। তিনি কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যদি কয়েকটি যোদ্ধা লইয়া শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমূলে বিনষ্ট হইবেন, শিখধর্ম্ম রক্ষা করিতে আর কেহ থাকিবে না। অন্যদিকে শত্রুহস্তে ধন, প্রাণ, মান অর্পণ করাও ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। যখন মনে মনে এই চিন্তা করিতেছেন, তখন মোগল পক্ষ হইতে এক দূত আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, যদি তিনি তৎক্ষণাৎ আনন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া যান, তবে তাঁহার কোন অনিষ্ট করা হইবে না। গোবিন্দসিংহ এই দূতের বাক্য তেমন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তথাপি গত্যন্তর না দেখিয়া সেস্থান ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে যেমন তাঁহারা আনন্দপুর ছাড়িয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন, অমনি সমুদয় মোগল সৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। শিখগণ এই অচিন্তনীয় বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তাহারা যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিল। কিন্তু

অনেকেই মুসলমান সৈন্য কর্ত্তৃক হত হইল এবং বহু শিখ শতদ্রুগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

গুরুগোবিন্দ তাঁহার বড় দুই পুত্র এবং কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া রূপর নগরের দিকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার স্ত্রী কয়েকটি সাহসী শিখের সহিত দিল্লী নগরে গমন করিলেন এবং গোবিন্দসিংহের মাতা গুজ্‌রি, ফতেসিংহ ও জরওয়ারসিংহ নামক দুই পৌত্র লইয়া তাঁহার ব্রাহ্মণ পাচকের সহিত তাহার গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু যাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি এই অসহায় শিশু দুইটীকে লইয়া তাহার গৃহে আশ্রয় লইলেন, সেই বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ তাঁহার মণিমুক্তা আত্মসাৎ করিয়া এই নিরাশ্রয় শিশুদিগকে তথাকাব মুসলমান শাসনকর্ত্তা ওয়াজির খাঁর হস্তে অর্পণ করে এবং তাঁহাদের পথের অবলম্বন স্বরূপ একটি অলঙ্কারেব বাক্স অপহরণ করে।

গুরুগোবিন্দের উপর ওয়াজির খাঁব মর্ম্মান্তিক আক্রোশ ছিল। সহসা ধন লাভে মানুষ যেরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠে, নির্ম্মম, নির্দ্দয় ওয়াজির খাঁ, গুরুগোবিন্দেব প্রতি প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবাব উপায় স্বরূপ এই দুইটী বালককে পাইয়া সেইরূপ আনন্দিত হইলেন।

ওয়াজির খাঁ মনে করিলেন যে, "ইহাদিগকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করিব না, কিন্তু ইহাদিগকে মুসলমান করিব। গুরুগোবিন্দের পুত্রকে যদি মুসলমান করিতে পারি, তবে তদ্দ্বারা তাঁহাকে যে প্রকার যাতনা দিতে পারিব, সেরূপ আর কিছুতেই হইবে না। আমি গোবিন্দসিংহকে জানি, তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইলে তিনি শোক পাইবেন বটে, কিন্তু পুত্র বিধর্ম্মী হইলে তাঁহার যাতনা অসহনীয় হইবে।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ওয়াজির খাঁ বালক দুইটীকে তাঁহার নিকট আহ্বান করিলেন।

কয়েক দিনের অনশনে, অযতনে সুকুমার শিশু দু'টি ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদিগকে শুষ্ক গোলাপ ফুলের ন্যায় দেখাইতেছিল।

দুই ভাই যখন দরবার গৃহে পৌছিল, তখন একজন রাজকর্ম্মচারী বলিলেন, "সিংহাসনে নবাব সাহেব বিরাজ-মান, তাঁহাকে সেলাম কর।"

জরওয়ারসিংহ বলিল, "এক অকাল পুরুষ ভিন্ন আর কাহারও নিকট মাথা নামাইতে পারি না।"

ওয়াজির খাঁ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার পিতা বিধর্ম্মী, তাঁহার কার্য্য ক্ষমার অযোগ্য,

কিন্তু তোমরা নির্দ্দোষ শিশু, তোমাদের অবস্থা দেখিয়া আমার দয়া হইতেছে। তোমরা যদি ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হও, তবে তোমাদিগকে মুক্তি দিব এবং তোমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তোমাদিগকে খুব সম্মানের পদ প্রদান করিব।"

কিন্তু এই বালক দুইটীর প্রাণে কতখানি তেজ ও ধর্ম্মবিশ্বাস, হৃদয় কতদূর ধর্ম্মবলে গঠিত, তাহা ওযাজির খাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তিনি মনে করিযাছিলেন, এই প্রলোভন বাক্যে মুগ্ধ হইয়া বালকগণ নিশ্চয় স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবে, এই সুকুমার বাল্যকালে তাহাদের প্রাণের মাযা কখনও ত্যাগ করিতে পারিবে না। কিন্তু তিনি ভুল বুঝিযাছিলেন। ফতেসিংহ ও জবওয়ারসিংহ তাঁহার বাক্যে ভ্রূক্ষেপও করিল না।

পুনরায ওয়াজির খাঁ কঠোর স্বরে বলিলেন, "তোমরা কি বাঁচিতে ইচ্ছা কর না? যদি প্রাণ পাইতে ইচ্ছা কর, তবে এখনি মুসলমান হও, নতুবা তোমাদিগকে জীবন্ত সমাধি দেওযা হইবে। তাহা হইলে তোমাদের পিতা যে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, তাহার উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিবেন।"

কি, এত বড কথা! মহাপুরুষ তেগ্ বাহাদুরের

পৌত্রদিগকে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা? বালকদ্বয়ের পবিত্র মুখমণ্ডল ধর্ম্মালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, অপূর্ব্ব তেজে জ্বলিয়া উঠিল। তাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয় উদ্বেলিত হইল, মুখে বাক্য সরিল না।

কিয়ৎকাল পরে তাহারা বলিল, "ওয়াজির খাঁ, তুমি কি জান না যে, আমরা শিখ-বংশোদ্ভব, আমরা গুরু নানকের বংশধর! আমাদিগকে বালক দেখিয়া মনে করিও না যে, আমাদের ধর্ম্মবল নাই। আমরা গোবিন্দসিংহের পুত্র, মৃত্যুভয়ে আমরা ভীত নই। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা সম্পন্ন কর, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, আমরা মৃত্যুভয়ে কখনও ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না। প্রাণের জন্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিব? না না, তাহা অসম্ভব।"

> "মাত থো উহ ডরে যো সিরজন হারথো বিছড়িয়া হোয়ে।
> জিন্নানদে হিরদে বিচ পরমেশ্বরদা পিয়ার হ্যায়
> উন্নানলয়া নোত সচ্চা জনম হ্যায়।"
> "জিস্ মরণেতে জগ ডরে মেরে মন আনন্দ।
> মরণেহী তে পায়ীয়ে পূরণ পরমানন্দ।"

"যে সৃজনকর্ত্তাকে ছাড়িয়াছে, সেই মরণে ডরায়। যাহার হৃদয়ে ঈশ্বরানুরাগ, তাহার নিকট মৃত্যু সাচ্চা জন্ম। মরণকে জগতের সকলে ডরায়, কিন্তু আমার

মন মৃত্যুকে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছে। মৃত্যুতেই আমি পরম পূর্ণানন্দকে পাইব।”

বালকের মুখে একি তেজোময়ী বাণী? ওয়াজিব খাঁ ক্রোধে দন্ত ঘর্ষণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঘাতক-দিগকে আদেশ করিলেন যে, বালক দুইটীকে একটী দেয়ালের ভিতর গাঁথিযা ফেল। ঘাতকগণ বালক দুইটীকে নগরের প্রাচীবের নিকট লইয়া গিযা প্রাচীবেব এক অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং সেই ভগ্নস্থানে তাহাদিগকে দণ্ডায়মান করাইয়া প্রাচীর পুনবায গাঁথিতে আরম্ভ করিল।

যখন তাহাদের জানু পর্য্যন্ত গাঁথা হইয়াছে, তখন ওয়াজির খাঁ পুনরায় তাহাদিগকে সম্বোধন কবিযা বলিলেন, “হতভাগ্যগণ! এখনও ভাবিয়া দেখ, এক দিকে ধন-সম্পদ ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের আশীর্ব্বাদ, অন্য দিকে মৃত্যু এবং অভিশাপ। তোমরা কাহাকে আলিঙ্গন করিবে?”

গোবিন্দসিংহের পুত্রদ্বয় উত্তর করিল, “দুরাত্মন্! তোমাব ন্যায় বর্ব্বর ও নিষ্ঠুর ব্যক্তির ধর্ম্ম গ্রহণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমরা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি। আমরা আজ যে ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করিলাম, মনে রাখিও,



সেই ভগ্নস্থানে তাহাদিগকে দণ্ডায়মান করাইল।
প্রাচীর পুনরায় গাঁথিতে আরম্ভ করিল। (২৪ পৃঃ)

শীঘ্রই তাহার ভৈরবনাদে সমগ্র পাঞ্জাব প্রতিধ্বনিত হইবে। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, তোমাদের রাজত্ব

অবসানপ্রায়, তোমাদের অত্যাচারই তোমাদের কাল-স্বরূপ হইবে এবং মুসলমান রক্তে পাঞ্জাবপ্রদেশ শীঘ্রই বিধৌত হইবে।"

ওয়াজির খাঁর পাষাণ হৃদয় এই বাক্যে কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি আর সে স্থানে থাকিতে পারি-লেন না।

এইরূপে দুইটী নির্দ্দোষ শিশু ধর্ম্মের জন্য আপন জীবন বলিদান করিল। কতদূর ধর্ম্মবল, কত বেশী ধর্ম্মপিপাসা, কত তেজ ও বিশ্বাস দ্বারা হৃদয় গঠিত হইলে, শিশু এইরূপে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে পারে? তাহাদের মৃত্যু সংবাদ যখন পিতামহীর নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন—আর তাঁহার চৈতন্য হইল না।





মণিসিংহ

"—অমর মরণ রক্ত চরণ
নাচিছে সগৌরবে
সময় হয়েছে নিকট
এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।'

"—পঞ্চ নদীর তীরে
ভক্ত দেহের রক্ত লহরী
মুক্ত হইল কিরে —"

শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যস্থ প্রদেশ প্রাচীনকালে মাল্য রাজ্য নামে অভিহিত হইত। মাল্য রাজ্যের অন্তর্গত কিবোয়াল নামক গ্রামে ভিকা নামে এক কৃষক বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠের নাম মণি। ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এই কিবোয়াল গ্রাম আহম্মদ সাহ আবদালি কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে।

গুরুগোবিন্দসিংহ যে সময়ে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম প্রচারার্থ মাল্য প্রদেশে গমন করেন, সে সময়ে বহু লোক তাঁহার

উপদেশ শ্রবণ করিতে আসিয়াছিল। এই সকল লোকের সহিত ভিকা তাঁহার পুত্র মণিকে লইয়া গোবিন্দসিংহকে দেখিতে আসিযাছিলেন। কযেক দিন উপদেশ শ্রবণ করিবার পব ভিকা গৃহে ফিরিতে চাহিলে, মণি পিতার সহিত যাইতে অস্বীকাব করেন। মণিব বয়স তখন দশ বৎসব মাত্র। তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি তখনও বিকসিত হয নাই। তিনি শুধু বলিলেন, গুরুজির গৃহে যে পাযসান্ন প্রস্তুত হয, তাহা আমাদের গৃহেব পাযস অপেক্ষা সুস্বাদু, অতএব আমি গুরুজির নিকটই থাকিব, আর গৃহে যাইব না। ভিকা অগত্যা তাঁহাকে ফেলিয়াই চলিয়া গেলেন, মনে কবিলেন আব কযেক দিন পরে সে নিশ্চযই গৃহে ফিরিবে। কিন্তু মণি আর গৃহে গেলেন না। গোবিন্দসিংহ তাঁহার উপর বাসন মাজিবার ভার দিলেন, তিনি আনন্দচিত্তে তাহাই কবিতে লাগিলেন। গোবিন্দসিংহ মণির শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিযা তাঁহাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে সিংহ উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

গুরুগোবিন্দের শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়া অবশেষে মণিসিংহ একজন পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হন। মণিসিংহ চিরকাল অবিবাহিত

থাকিয়া এরূপভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাহাতে বহুলোক শিখধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। তাঁহার উপদেশ অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইত। তাঁহার এই একটী বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি লোকের হৃদয় বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তিনি সংস্কৃত, পারসি ও গুরুমুখী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন।

মণিসিংহ শেষ জীবনে অমৃতসরে এক মেলা বসাইতে ইচ্ছা করেন। তিনি উৎসাহী, মিষ্টভাষী এবং সদাশয় পুরুষ ছিলেন। এই কারণে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় দলের রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল। তিনি মেলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে লাহোরের শাসনকর্ত্তার অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। শাসনকর্ত্তা বলিলেন যে, পাঁচ হাজার টাকা দিলে, মেলা বসাইতে আজ্ঞা দিবেন। মণিসিংহ মনে করিলেন, মেলাতে বহুলোকের আগমন হইবে, তাহারা যাহা দান করিবে, তাহা হইতে পাঁচ হাজার টাকা অনায়াসেই দেওয়া যাইতে পারিবে। তিনি শাসনকর্ত্তার বাক্যে সম্মতি জানাইয়া সমুদয় শিখকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

ক্রমে মেলার দিন নিকটবর্ত্তী হইল, দলে দলে শিখগণ মেলাভিমুখে আসিতে লাগিল। এদিকে চতুর



তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লাহোর নগরে লইয়া যাওয়া হইল। (৩১ পৃঃ)

শাসনকর্ত্তা ভাবিলেন, এই সুযোগে যদি শিখদিগের নেতাদিগকে ধৃত করিতে পারি, তবে আমার আনন্দের

সীমা থাকিবে না। মনে মনে এইরূপ যুক্তি করিয়া তিনি এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সৈন্যের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিযা শিখেরা পথ হইতে স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, সুতরাং আর মেলা বসিল না এবং টাকাও সংগৃহীত হইল না।

টাকা দিবার নির্দ্দিষ্ট দিন অতীত হইলে, লাহোবের শাসনকর্ত্তা মণিসিংহের নিকট পাঁচ হাজার টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু মণিসিংহ দরিদ্র, এত টাকা কোথায পাইবেন? তিনি টাকা দিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লাহোর নগবে লইযা যাওযা হইল। তিনি বলিলেন যে, মেলা হইতে টাকা পাইবেন, এই আশা কবিয়া ঐ টাকা দিতে স্বীকৃত হইযাছিলেন, কিন্তু বাজকর্ম্মচারীদের দোষে মেলা হয নাই, সুতবাং তিনি টাকা দিতে অক্ষম। কর্ম্মচাবিগণ তাঁহার কোন কথাই শুনিল না, তাহারা তাঁহাকে নানা প্রকাবে নির্য্যাতিত করিতে লাগিল। অবশেষে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন কবিলে তিনি মুক্তি পাইবেন, ইহা তাঁহাকে জানান হইল।

মণিসিংহ মুসলমান হইবেন? আশৈশব যে ধর্ম্ম শত অত্যাচার, শত ক্লেশ সহ্য করিয়া পোষণ

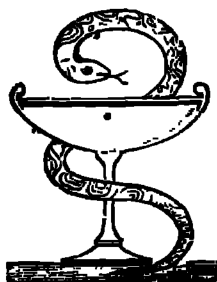


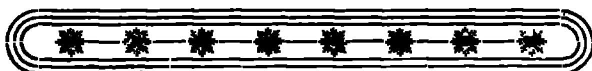
তাঁহাকে শূলে চড়াইয়া দেহের সমুদয় সন্ধিস্থান ছিন্ন করা হইল। (৩৩ পৃঃ)

করিলেন, 'এই বৃদ্ধকালে মৃত্যুভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিবেন'?

তিনি জলদগম্ভীর স্বরে শাসনকর্তা ও নিকটস্থ কয়েকটি শিখকে বলিলেন—"এই দেহ নশ্বর, আজ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এই দেহ রক্ষা করিলে কল্য নিশ্চয়ই ইহা মৃত্যুর কবলে পতিত হইবে। ঘাতকের তরবারী কি আমার অবিনশ্বর আত্মার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে?"

পরিশেষে তাঁহাকে শূলে চড়াইয়া দেহের সমুদয় সন্ধিস্থান ছিন্ন করা হইল। এই মহাপুরুষ আদি গ্রন্থের উপদেশ আবৃত্তি করিতে করিতে অনন্তধামে গমন করিলেন।





হকিকত।

"—অন্ধ বিপথ ছাড়,
দেখ্‌বে মা'য়ের কঙ্কাল।
বাজছে ঘন জয় পট।
এবার যাত্রী তোমার পালা—

মুসলমান রাজত্বের সময় ভারতে পারসীক ভাষা রাজভাষা ছিল। রাজকার্য্য লাভ করিতে হইলে বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন, সে সময়ে সেইরূপ প্রত্যেকের পারসীক ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। ইহার উপর যদি কেহ আরবী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতেন, তবে রাজ-পুরুষগণ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। এই সকল কারণে সে সময়ে প্রত্যেক হিন্দু ও মুসলমান বালককে মুসলমান শিক্ষকের অধীনে রাখিয়া বিদ্যা-শিক্ষা দেওয়া হইত।

শিখের বলিদান

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে শিয়ালকোট সহরে এইরূপ এক মুসলমান বিদ্যালয়ে হকিকত নামক সপ্তমবর্ষীয় এক শিখবালক অধ্যয়ন করিতেন। হকিকত অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে একদিন শিক্ষকের অনুপস্থিতিকালে কয়েকটি মুসলমান ছাত্র হকিকতের সহিত অসদ্ব্যবহার এবং তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রূপ করে। হকিকত স্বধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন সহ্য করিতে না পারিয়া যুক্তিযুক্তভাবে তাহাদের সহিত তর্ক করেন। শিক্ষক পুনরায় বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে মুসলমান বালকগণ তাঁহাকে বলে যে, হকিকত মুসলমান ধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছে।

শিক্ষক অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া হকিকতকে বলিলেন, "তুমি কি মুসলমান ধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছ?"

হকিকত কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি নিন্দা করিয়াছি, কিন্তু উহারাই সর্ব্বপ্রথমে আমি যে এক পরমেশ্বরের পূজা করি, তাঁহার অবমাননা করে, সুতরাং আমি সহ্য করিতে না পারিয়া ঐরূপ বলিয়াছি।"

শিখের বলিদান

শিক্ষক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কাফের, তোমাকে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে।"

তিনি এই ঘটনা নগরের কাজির নিকট প্রকাশ করেন। কাজি অতিশয় দুর্দ্দান্ত ও নিষ্ঠুর ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ হকিকতকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন।

শিয়ালকোটের শাসনকর্ত্তা আমির বেগ্ অতিশয় দয়ালু ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হকিকতকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। কাজি এবং বহু আইনজ্ঞ মুসলমানের বিচারানুসারে হকিকতের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। কিন্তু তাঁহাকে একথাও জানান হইল যে, যদি তিনি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তবে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু হকিকত মুসলমান হইতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলেন।

হকিকতের স্নেহশীল পিতা মাতা হকিকতের এই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া একেবারে আকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের একমাত্র সন্তান, যাহার উপর তাঁহাদের সকল বল, ভরসা, আশা, গৌরব ন্যস্ত, তাহাকে এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করা হইবে? আহা, এ যাতনা যে অসহনীয়। হকিকতের পরিবর্ত্তে যদি

তাঁহাদেব প্রাণ লইয়া তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাহাতেও তাঁহারা প্রস্তুত।

মাতা, কাজিব পদযুগল ধারণ করিয়া অনেক অনুনয বিনয় করিলেন, কাজিকে সর্ব্বস্ব দান কবিতে চাহিলেন, কিছুতেই তাহার পাষাণ হৃদয় গলাইতে পারিলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইযা অভাগিনী মাতা হকিকতের নিকট আসিলেন।

মাতা পুত্রকে বলিলেন, "বৎস! তুমি কেন এইরূপে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতেছ? মুসলমান হও, মুসলমান হইলেও তুমি ত চিরকালই মাতার আনন্দদায়ক ও গৌরবস্বরূপ হইয়া থাকিবে। বাছা, আমাকে ছাড়িয়া যাইও না, তুমি ব্যতীত আর আমার কেহ নাই।"

হকিকত অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন, "না, মা, আমি অবিশ্বাসী কখন হইব না, আমি শিখবংশকে কখনও হীন করিব না, ধর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ জ্ঞান কবি। তুমি আমার শরীরেব বিষয় ভাবিও না, কিসে আমার অনব আত্মাব মঙ্গল হইবে, তাহাই চিন্তা কর।" হকিকতেব মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পডিলেন।

হকিকতের পিতা বাগ্‌মল ও বহু হিন্দু দর্শক হকিকতেব প্রাণবক্ষা করিবার জন্য শাসনকর্ত্তা আমিব



মাতা কাজির পদযুগল ধারণ করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। (৩৭ পৃঃ)

বেগ্‌কে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমির বেগ্‌ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

তিনি হকিকতকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু হকিকত বলিলেন, "না, তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না।"

অবশেষে ঘাতকের তরবারীর আঘাতে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইল। যে ভগবানের জন্য তিনি প্রাণ উৎসর্গ করিলেন, অমর আত্মা তাঁহারই সহিত মিলিত হইল।



শিখের বলিদান



তরুসিংহ।

"—লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে—'

মুসলমান রাজত্বের অবনতির সময় যখন ভারতবর্ষ বৈদেশিক আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিমভাগে শিখসিংহগণ, মধ্যভাগে জাঠগণ এবং দক্ষিণভাগে মহারাষ্ট্রিয়গণ অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ এতদূর ক্ষমতাশালী ছিল যে, সমগ্র মোগল-সাম্রাজ্য তাহাদের ভয়ে অতিশয় ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সুযোগে জাঠগণ তাহাদের রাজাদিগের সহায়তায় এবং মহারাষ্ট্রিয়গণ দুর্গম পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া মোগল-সাম্রাজ্য লুণ্ঠন করিত এবং সাধ্যমত মোগল-গৌরব খর্ব্ব করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

শিখের বলিদান

শিখদিগের কোন সৈন্যসামন্ত অথবা দুর্গম দুর্গ ছিল না। সুতরাং তাহারা মোগলদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হয় নাই। মোগল-সম্রাট মহারাষ্ট্রীয় ও জাঠদিগকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া এই নিরীহ, শান্ত, শিখদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

বান্দার অনুচরবর্গের সহিত গোবিন্দসিংহের শিষ্য-গণের তত সদ্ভাব ছিল না। বান্দা যখন মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তখন প্রথমে কিছুকাল তাঁহার উপরই সম্রাটের অতিশয় বিদ্বেষ ছিল, তৎপরে বান্দাকে হত্যা করার পর, গোবিন্দের শিষ্যদিগের উপর তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খাঁ জাহান নামে এক ব্যক্তি লাহোরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি তাঁহার এলাকার মধ্যে ঘোষণা করিলেন যে, প্রত্যেক গ্রামের চৌকিদার যেন কোন সিংহকে তাহার গ্রামে বাস করিতে না দেয় এবং যদি কোন গ্রামে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ যেন তাহাদিগকে

শাসনকর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। তিনি আরও ঘোষণা করিলেন যে, যে কেহ কোন সিংহের মাথা লইয়া আসিতে পারিবে, তাহাকেই পুরস্কার প্রদান করা হইবে। তিনি সিংহদিগের বন্ধুবর্গের কার্য্যকলাপের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন।

এইরূপে গোবিন্দসিংহের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করা হইল। ইহার ফলে বহু তরলমতি, অল্পবিশ্বাসী সিংহ ধর্ম্মত্যাগ করিল এবং নির্ভীক, বিশ্বাসী শিখগণ দেশ হইতে পলায়ন করিয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন এবং অনেকে ধর্ম্মের জন্য আপন প্রাণ বলি দিলেন।

যে বিশ্বাসী তেজস্বী শিখগণ বনে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহারা একটি দল গঠন করেন, তাহা পান্থ নামে অভিহিত হইত। এই অসহায় ও নিরাশ্রয় দল খাদ্যাদির অভাবে অতিশয় ক্লেশ পাইতেন। এই জন্য অন্যান্য সিংহগণ তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। এই পান্থদল গুরুপদের উত্তরাধিকারীরূপে বিবেচিত হইতেন, সুতরাং সমুদায় শিখজাতি তাঁহাদিগকে সম্মান করিতেন।

ভাই তরুসিংহ তাঁহার বিধবা মাতা ও কুমারী ভগ্নীর সহিত পাঞ্জাবের এক ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করিতেন।

শিখদিগের এই দুর্দ্দিনের সময় তাহার বয়স পঞ্চবিংশ বর্ষ ছিল। তিনি চাষ করিয়া যাহা পাইতেন, তাহা নিজের ব্যবহারে না লাগাইয়া পরসেবায় অর্পণ করিতেন।

তাঁহার মাতা ও ভগিনী গ্রামের সম্পন্ন গৃহে ধান ভানিয়া যাহা পাইতেন, তাহাতেই অতি কষ্টে তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু সাংসারিক অবস্থা এরূপ হীন হইলে কি হয়, তাঁহাদের হৃদয়, মন ঐশ্বরিক ধনসম্পদে পূর্ণ ছিল। এমন দিন যাইত না, যেদিন তাঁহারা গুরুর উপদেশ না শুনিতেন অথবা কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ না করিতেন।

তরুসিংহের হৃদয় পবিত্র, বদনমণ্ডল সরলতা ও পবিত্রতার সুষমায় পূর্ণ ও চরিত্র নির্ম্মল ছিল। তাঁহার অত্যাচার ও উপদ্রব অগ্রাহ্য করিবার তেজ ছিল এবং তিনি ধর্ম্মে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন।

একদিন কোন ব্যক্তি লাহোরের শাসনকর্ত্তার নিকট সংবাদ দিল যে, তরুসিংহ পান্থদিগকে খাদ্য ও ধান্য দ্বারা সাহায্য করিতেছেন। লাহোরের শাসনকর্ত্তা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধৃত করিতে কয়েকজন সিপাহী প্রেরণ করিলেন। যখন তাহারা তরুসিংহের গৃহে গমন

করিল, তখন তিনি আপনি আসিযা আত্মসমর্পণ করিলেন। সিপাহিগণ যখন তাঁহাকে ধরিয়া লইযা যাইতেছিল, তখন পথিমধ্যে কয়েকজন শিখ তাঁহাকে তাহাদেব হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার সংকল্প করিযাছিল।

তরুসিংহ ইহা শ্রবণ করিযা তাহাদিগকে বলিলেন, "যদিও এখন তোমরা আমাকে ইহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার কবিতে সক্ষম হও, তথাপি ইহাব পরে নিশ্চয়ই অসংখ্য মুসলমান সৈন্য আসিযা এই গ্রাম ছাইয়া ফেলিবে এবং আমাদের সর্ব্বনাশ কবিবে। ভ্রাতৃগণ! যাও, গৃহে ফিরিয়া যাও, আমাকে মুক্ত করিবাব প্রয়োজন নাই, আমি আমার নির্দ্দোষিতার উপব বিশ্বাস কবি এবং আশা করি যে, শাসনকর্ত্তা আমাকে মুক্তি দিবেন। আর যদি আমি মুক্তি না পাই, তবুও অসংখ্য লোকের জীবন নাশ করিয়া আমি বাঁচিতে চাহি না, চিবদিনের জন্য আমি এ পৃথিবীতে আসি নাই। ঋষি, মুনি, মহাপুরুষগণ সকলেই এই নশ্বব দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমিও একদিন ইহা ত্যাগ করিব। ভাবিয়া দেখ, আমাদের গুরুগণ এই ধর্ম্মের জন্য কতই না ক্লেশ সহ্য কবিয়াছেন? ঘাতক কর্ত্তৃক তাঁহাদের

সন্তানগণের হত্যা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা যদি বিশ্বাসীর ন্যায় কার্য্য করিতে না পারি, তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হইবে।"

তরুসিংহের এইরূপ প্রাণস্পর্শী উপদেশ শ্রবণ করিয়া সমাগত শিখগণ বলিয়া উঠিল, "ভাই তরুসিংহ, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা তোমার উপদেশই শিরোধার্য্য করিলাম।" এই বলিয়া তাহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

তরুসিংহকে লাহোরের কারাগারে বন্দী করা হইল। পরদিন প্রভাতে যখন তাঁহাকে রাজদরবারে উপস্থিত করা হইল, তখন তিনি দরবার গৃহে প্রবেশমাত্র ভৈরবনাদে বলিয়া উঠিলেন, "শ্রীবা গুরুজিকি খাল্সা, শ্রীবা গুরুজিকি ফতে।"

দরবার গৃহ কম্পিত হইয়া উঠিল। শাসনকর্ত্তা রোষকষায়িতলোচনে তরুসিংহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহাকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তরুসিংহ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার কি ক্ষতি করিয়াছি যে আমার এইরূপ অবস্থা করিলে? আমি দরিদ্র, চাষ-বাস করিয়া কোনরূপে

দিনাতিপাত করি, নিয়মমত গবর্ণমেন্টের খাজানা প্রদান করি এবং যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা ধর্ম্মের জন্য দান কবিয়া থাকি। আমাব প্রতি অত্যাচার করিযা তুমি পাপ সঞ্চয় করিও না। সকল ধর্ম্মই বলে, যে বাজা অন্যায কার্য্য করে, নবকই তাহাব উপযুক্ত স্থান।”

তরুসিংহের এইরূপ তেজপূর্ণ বাক্যে শাসনকর্ত্তা জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে শূলে চড়াইয়া অশেষ-রূপে যাতনা দিতে লাগিলেন। তাঁহাব দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইল, সর্ব্বাঙ্গ রুধিবধাবায প্লাবিত হইয়া গেল। তথাপি একটিও যাতনাব্যঞ্জক শব্দ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল না। তাঁহার মুখে প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিল। তিনি ক্রমাগত একমাত্র নিত্যনিরঞ্জন অকাল পুরুষেব নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দুই ঘন্টা ধরিযা তাঁহাকে অসহনীয যাতনা দেওয়া হইল, অবশেষে ঘাতকগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তাঁহাকে কারাগারে লইযা যাওয়া হইল।

পবদিন প্রভাতে তিনি পুনরায় রাজদরবাবে নীত হইলেন। শাসনকর্ত্তা তরুসিংহের অসামান্য সহিষ্ণুতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে, এইরূপ ব্যক্তিকে যদি মুসলমান করিতে পারি, তবে

সে মুসলমানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে। ইহাকে আর যাতনা না দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা দেখি।

তিনি তরুসিংহকে বলিলেন, "দেখ, তরুসিংহ, তুমি যদি ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন কর, তাহা হইলে এ সকল যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে হইবে না।"

তরুসিংহ উত্তর করিলেন, "কি! বিশ্বাসঘাতক হইয়া জীবন রক্ষা করিব? না, তাহা হইবে না, আমার মস্তক দিয়া এই বেণী ও * ধর্ম্ম রক্ষা করিব।"

শাসনকর্ত্তা পুনরায় বলিলেন, "দেখ, তোমার ধর্ম্ম তোমাকে কত যাতনা দিতেছে। ধর্ম্ম তোমাকে সুখ দিতে পারে নাই, উপরন্তু দারিদ্র্য, নানা প্রকার ক্লেশ ও চিন্তা দ্বারা তোমাকে জর্জ্জরিত করিয়াছে। ভাবিয়া দেখ, মুসলমান হইলে তুমি কত সুখে থাকিবে, দেশের মধ্যে তুমি একজন ধনী ও মানী বলিয়া গণ্য হইবে। তোমাকে এত ধন সম্পত্তি প্রদান করিব যে, তদ্দ্বারা তুমি তোমার যৌবনকাল বিলাসে কাটাইতে পারিবে এবং বৃদ্ধাবস্থাও তোমার সুখে যাইবে।"

* শিখগণ বেণীরক্ষা ধর্ম্মের এক অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন।



তাঁহার হস্ত পদ রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে একটা চক্রের সহিত বাঁধিয়া ঘাতকদিগকে তাহা ঘুরাইতে আদেশ করিলেন। (৪৯ পৃঃ)

তরুসিংহ বলিলেন, "না, আমি কখনও স্বধর্ম্মত্যাগী হইব না, আমি কখনও তুর্ক হইব না।"

শাসনকর্ত্তা ইহাতে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার হস্তপদ রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে একটা চক্রের সহিত বাঁধিয়া ঘাতকদিগকে তাহা ঘুরাইতে আদেশ করিলেন।

তরুসিংহের দেহ নিষ্পেষিত হইয়া যাইতে লাগিল, তথাপি তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাসও ত্যাগ করিলেন না, বরং শারীরিক যাতনা তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিল। তাঁহার অভূতপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা, প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মবিশ্বাস দেখিয়া শাসনকর্ত্তা, ঘাতকগণ ও দর্শকমণ্ডলী বিস্ময়াপ্লুত হইল।

কোন্ বলে বলীয়ান্ হইয়া তিনি এই অসম্ভব ক্লেশ সহ্য করিতেছেন, তাহা শাসনকর্ত্তার বোধগম্য হইল না। কাহার মুখ দেখিয়া তরুসিংহ এত যাতনার মধ্যেও অটল রহিয়াছেন? তিনি কে? যিনি এরূপ অসহনীয় ক্লেশের মধ্যেও এত আনন্দ দিতেছেন ও নববলের সঞ্চার করিতেছেন? তিনি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ মহান্ পরমেশ্বর, যাঁহার প্রকাশে মানব-হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, মানব দেবত্ব লাভ করে এবং অসীম ক্ষমতাশালী হয়। তিনিই তরুসিংহকে পার্থিব দুঃখ, কষ্টের অতীত করিলেন।



আমি বেণী ও মস্তক একত্রেই তোমাকে দান করিব। (৫১ পৃ.)

তাঁহাকে চক্র হইতে নামান হইল। শাসনকর্ত্তা পুনরায় বলিলেন, "তরুসিংহ, শিখধর্ম্ম ত্যাগ কর,

ইস্‌লামধর্ম্ম লও, নতুবা তোমার বেণী কর্ত্তন করা হইবে।"

তরুসিংহ উত্তর করিলেন, "ভাল, তাহাই হইবে, কিন্তু আমি বেণী ও মস্তক একত্রেই তোমাকে দান কবিব।"

অতঃপর তাঁহাকে পুনরায যন্ত্রণা' দেওয়া হইতে লাগিল, কিন্তু ভক্ত বীরের চক্ষু হইতে এক ফোঁটা অশ্রুও নির্গত হইল না। সাধুর এইরূপ অবস্থা দেখিযা শাসনকর্ত্তা ও সমুদয় লোক অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল এবং অর্দ্ধমৃত তরুসিংহকে শিখদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। শিখগণ তরুসিংহকে এক ধর্ম্মশালায় লইযা গিযা সেবা-শুশ্রূষা করিলেন। তথায় কযেকদিন জীবন্মৃত্যুর সন্ধিস্থলে থাকিয়া ভাই তরুসিংহ অমরলোকে অমরদিগের সহিত মিলিত হইলেন।





সুবেগসিংহ

"—আগুন মোদের খেলার জিনিষ,
দুঃখ মোদের পায়ের দাস—"

লাহোর নিবাসী ভাই সুবেগসিংহ জাতিতে জাঠ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন এবং তাঁহারা রাজকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। তিনি যৌবনে লাহোরের শাসনকর্ত্তার পারিষদ্‌বর্গের মধ্যে পরিগণিত এবং বিংশতি গ্রামের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তিনি পারসী ভাষা সুন্দর-রূপে জানিতেন এবং নিজের অধ্যবসায়ে গুরুমুখী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই দুই ভাষায় জ্ঞান থাকায় তাঁহার অত্যন্ত উপকার হইয়াছিল। শিখধর্ম্ম সম্বন্ধে যখনই কোন বাদবিসম্বাদ উপস্থিত হইত, তখনই মুসলমান কর্ম্মচারিগণ তাঁহার পরামর্শ লইতেন।

শিখের বলিদান

দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট মহম্মদ সাহ, শিখধর্ম্মের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া, ভাই সুবেগসিংহের মর্য্যাদা অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সুবেগসিংহের সবজসিংহ নামে এক পুত্র ছিল। তিনি সবজসিংহকে পারসী ও আরবী ভাষায় উচ্চ শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং গুরুমুখী ভাষায়ও তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছিল।

সবজসিংহের পাঠ্যাবস্থার শেষকালে, অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের সময় একদিন তাঁহার সহিত তাঁহার শিক্ষকের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক হয়। সে সময় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভয়ঙ্কর শত্রুতা ছিল, প্রত্যেক হিন্দু প্রত্যেক মুসলমানকে তাহার শত্রু মনে করিত এবং প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক হিন্দুর প্রতি তদ্রূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করিত।

ইহার পূর্ব্ব শতাব্দীতে আওরঙ্গজেব ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ হিন্দুদিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করিতেন এবং শিখগণও মুসলমানদিগকে নানা প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিতেন। এই সময়ে মোগল সাম্রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে বহু ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ও দুর্দ্দান্ত দস্যু শাসনকর্ত্তাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়।

সুতরাং এইরূপ গোলযোগের সময় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক হওয়া স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে কয়েকটি অসদ্ভাবের কথা হয়, তাহাতে শিক্ষক ক্রোধান্বিত হইয়া এই কথা তথাকার শাসন-কর্ত্তার নিকট জ্ঞাপন করেন। ইহাতে সুবেগসিংহ ও তাঁহার পুত্র উভয়ে ধৃত হইয়া বিচারার্থ রাজদরবারে নীত হন।

দরবারে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে বলা হইল যে, ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

সুবেগসিংহ বলিলেন, "তোমাদের দণ্ডাজ্ঞা ধন্য হউক, এই কাল ধন্য হউক, তোমাদের চক্রযন্ত্র ধন্য হউক এবং আমাদের এই শরীর যাহা ধর্ম্মের জন্য ক্ষয় হইবে, তাহাও ধন্য হউক। মুসলমান হইলে যদি আমরা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতাম, তাহা হইলে তাহা এক প্রকার ভাল বটে, কিন্তু মুসলমান হইলেও ত একদিন মৃত্যুর কবলে পড়িতে হইবে, তবে ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেন বৃথা অন্যায়রূপে জীবন রক্ষা করিব?"

শাসনকর্ত্তা বহু শিখকে ধর্ম্মের জন্য মরিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু সুবেগসিংহের ন্যায় মুসলমান শাস্ত্রাভিজ্ঞ

ব্যক্তির মুখে মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিতেন যে, মূর্খ ও শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, কিন্তু সুবেগসিংহ যে এইরূপ উত্তর দিবেন, তাহা তিনি একেবারেই মনে করেন নাই।

শাসনকর্ত্তা সমুদয় শিখ জাতিকে বিনষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘাতকদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সুবেগসিংহ ও সবজসিংহকে চক্রযন্ত্রে আরোহণ করাইয়া অশেষরূপে যন্ত্রণা দিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই "অকাল অকাল" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এক ঘণ্টা যাতনা দেওয়ার পর তাঁহাদিগকে কিছুকালের জন্য বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইল। পুনরায় তাঁহাদিগকে নানারূপ প্রলোভন দেখান হইল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস টলিল না।

তৎপরে শাসনকর্ত্তা সবজসিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বালক, তোমার পিতার বৃদ্ধাবস্থা, তিনি জীবনের সমস্ত আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি এখন জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া

মরিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন; কিন্তু তোমার এই অল্প বয়স, তুমি এখন পৃথিবীর আনন্দ কিছুই সম্ভোগ কর নাই, তুমি কেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে? মুসলমান হইলে তোমার জীবন রক্ষা পাইবে ও নানা প্রকার সুখ সুবিধাও ভোগ করিবে।"

সবজসিংহ উত্তর করিলেন, "আমি ধর্ম্মত্যাগ করিব না।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে এক স্তম্ভে বাঁধিয়া চাবুক মারিতে এবং অত্যন্ত তপ্ত লৌহ-দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়াইয়া দিতে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপালিত হইল।

তিনি যাতনায় কাতর হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে মুক্ত কর, আমাকে মুক্ত কর, আমি মুসলমান হইব।"

শাসনকর্ত্তা বালকের এই বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া সুবেগসিংহকে আহ্বান করিলেন এবং পুত্রের মত পরিবর্ত্তনের কথা তাঁহাকে বলিলেন।

ধর্ম্মের জ্যোতিতে উচ্ছ্বসিত পিতার মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া সবজসিংহের মৃত্যুভয় দূর হইল।



শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে এক স্তম্ভে বাঁধিয়া চাবুক মারিতে এবং অত্যন্ত তপ্ত লোহদ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়াইয়া দিতে আদেশ করিলেন। (৫৬ পৃঃ)

সুবেগসিংহ তাঁহাকে বলিলেন, "পুত্র, কাহারও দেহ চিরকাল বর্ত্তমান থাকে না এবং থাকিবেও না। তুমি

মৃত্যুভয়ে ভীত হইও না, কেন না আত্মা অমর। যাঁহারা দেহ অপেক্ষা ধর্ম্মকে মূল্যবান জ্ঞান করেন, তাঁহারাই অমর হন। দেখ, প্রহ্লাদ, মনিসিংহ, হরিচাঁদ প্রভৃতি সাধুগণ ধর্ম্মের জন্য কত স্বার্থত্যাগ, এমন কি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মই ইহাদিগকে জগতের শ্রদ্ধার পাত্র এবং পরলোকে সদ্গতি প্রদান করিয়াছেন।"

শাসনকর্ত্তা প্রথমতঃ সুবেগসিংহের এই সকল বাক্য নীরবে শ্রবণ করিতেছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, তাঁহার বাক্য সবজসিংহের হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে, তখন তিনি সুবেগসিংহকে পুত্রের সহিত বাক্যালাপ করিতে নিষেধ করিলেন।

সুবেগসিংহ নীরব হইলে সবজসিংহ শাসনকর্ত্তাকে বলিলেন, "আমি নির্ব্বোধ তাই তোমাদ্বারা প্রতারিত হইয়াছি, আমার জীবন লও, আমি ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিব।"

পুনরায় তাঁহাদিগকে যন্ত্রণা দেওয়া হইল এবং অর্দ্ধমৃতাবস্থায় তাঁহাদিগকে কারাগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। সেই দিনই কারাগারে সবজসিংহের মৃত্যু হয় এবং সুবেগসিংহ কয়েকদিন অতিশয় ক্লেশে অতিবাহিত করিয়া অবশেষে মুক্তি পান।

শিখের বলিদান

ধর্ম্ম রক্ষার জন্য শিখ জাতির জীবন বিসর্জ্জনের অপূর্ব্ব কাহিনী ভারতের অতীত ইতিহাসের গৌরবের বস্তু। পঞ্চ নদীর তীরে শিখগণ এক সময়ে যে জীবন্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারত-ভূমি ধন্য হইয়াছে। ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বলে বলী হইয়া তাঁহারা অসীম ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগকে সামান্য তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা ধর্ম্মের তেজ ও জ্যোতিতে পরিপূর্ণ ছিলেন। যাঁহারা জগতের অধীশ্বরের পূজা করেন, তাঁহারা পৃথিবীর ভয়ে কখনও বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারেন না।

— সম্পূর্ণ



গ্রন্থকর্ত্রীর প্রণীত অন্যান্য পুস্তক

জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

২১৪ পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ গ্রন্থ, কাগজের মলাট,

বিলাতী বাঁধাই, সুন্দর সোনার জলে

নাম লেখা।

পুস্তকের প্রারম্ভে সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানের চারিবর্ণে

মুদ্রিত সুন্দর একখানি ছবি আছে এবং

ভিতরে ২০ খানি হাফটোন

ছবি আছে।

মোগল রাজত্বের ভিতরকার চিত্র যদি জানিতে চান এবং তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের আভ্যন্তরীন্ আলেখ্য যদি দেখিতে চান, তবে এই পুস্তকখানি পাঠ করুন। ব্যক্তিগত চরিত্রের ছায়াপাত থাকে বলিয়া আত্মজীবনী মাত্রেই পাঠকের চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে।

এই হিসাবে জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী আধুনিক নাটক নভেল অপেক্ষা শতগুণে অধিক চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ, কারণ ইহার মধ্যে মোগল বাদশাহদিগের রাজান্তঃপুরের ঐতিহাসিক আলেখ্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিজের লেখনীর দ্বারা চিত্রিত রহিয়াছে। ইহা কোনও গ্রন্থকারের কাল্পনিক চিত্র নহে, কিম্বা নিজের কল্পনা এবং অনুমানের দ্বারা অতিরঞ্জিত ইতিহাস নহে। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বহস্তে আপনার ঘটনাবহুল জীবনের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, ইহা তাহারই অনুবাদ। বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয় সমূহের ডাইরেক্টর কর্ত্তৃক এই পুস্তকখানি সমুদয় স্কুল কলেজের প্রাইজ পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অল্পদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। ইহাই এই পুস্তকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা। ইহা স্বদেশের ইতিহাসপ্রিয় প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ এবং প্রত্যেক লাইব্রেরীতে রাখিবার উপযুক্ত পুস্তক।

মেরী কার্পেণ্টার।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

এই বিদুষী ইংরাজ মহিলার নিকট ভারতের নারীগণ যে কত ঋণী, তাহা ইহার জীবনী পাঠ করিলেই সকলে জানিতে পারিবেন। শিক্ষা এবং চরিত্রের মাধুর্য্যে নারীজীবন যে কত সদগুণে সুশোভিত হইতে পারে, মেরী কার্পেণ্টারের জীবনী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল।

ভারতের অদ্বিতীয় কবি সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

তোমার প্রণীত "মেরী কার্পেণ্টার" গ্রন্থখানি উপহার পাইয়া প্রীত হইলাম। আমার ছেলেদের পড়িবার জন্য ইতিপূর্ব্বে তোমার "শিখের বলিদান" একখানি আনাইয়াছিলাম। বইখানি পড়িয়া ছিঁড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিতে বিলম্ব হয় নাই। দুঃখের বিষয়, ঘরের ছেলেদের হাতে দিবার মত এমনতর বই আর বাঙ্গালায় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে সকল প্রকার বীরত্বের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তোমাকে বই লিখিবার জন্য অনুরোধ করিবার অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, আজ এই সুযোগে তাহা জ্ঞাপন করিলাম।

মেরী কার্পেণ্টার বীরাঙ্গনা। ইহারা কোন বিশেষ দেশের নহেন—ইহারা বিশ্বের অধিবাসিনী—এইজন্য ইহারা সকল দেশের স্ত্রীলোকেরই পূজনীয়া এবং পুরুষেরও ভক্তির পাত্রী। তথাপি ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্র অনেকটা পরিমাণে আমাদের অপরিচিত হওয়াতে দেশের সাধারণ রমণীদের নিকট ইহাদের দৃষ্টান্ত হৃদয়ঙ্গম হয় না। শিক্ষিতা যাঁহারা আছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের শিক্ষা যদি যথার্থই হৃদয়ে গ্রহণ করেন, তবে উপকার পাইবেন। ইতি ১২ই আষাঢ়, ১৩১৩।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

——:০:——

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি পরলোকগত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ঃ—

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।
১৫ই আষাঢ়, ১৩১৩।

* * * * "শিখের বলিদান" এবং "মেরী কার্পেণ্টার" নামক দুইখানি পুস্তক সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি। দুইখানি পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থদ্বয়ের ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ, তাহাদের বিষয় যদিও বিভিন্ন কিন্তু উভয়ই উন্নত ও পবিত্রভাব উদ্বোধক। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, গ্রন্থকর্ত্রী সাহিত্য-জগতে প্রভূত যশোলাভ করুন।

* * * * * *

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

Babu Surendra Nath Banerjee, the Great Orator and political leader of Bengal, writes in the "Bengalee, of the 2ud August, 1906—

For some time two little books in Bengalee *Sikher Balidan* and a life of Miss. Mary Cerpenter by Kumari Kumudini Mitra, B. A, have been lying on our table The Authoress in the daughter of Babu Krishna Kumar Mitra, the well-known Editor of the *Sanjibani* newspaper We have read the books with pleasure and profit. The style is simple and vigorous, and there is a fascinating air of sincerity which has a charm, all its own They ought to be in the hands of every one of our children